থাকেন। বস্তুর শক্তি ও তাহার বৈচিত্রী থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য না থাকিলে বস্তুর সত্তামাত্রই গ্রহণ হইয়া থাকে। যেমন কোনও একটি ধনী ভক্তের গৃহে মণিনির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য বৃদ্ধ পিতা ও যুবক পুত্র গমন করিয়াছেন। বৃদ্ধ পিতা মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তির জ্যোতি ভেদ করিয়া শ্রীমুখকরচরণাদি দর্শন করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি কেবল জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিতেছি, কিন্তু করচরণাদি দেখিতে পাইতেছি না।" কারণ তাহার চক্ষু মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তির জ্যোতি ভেদ করিয়া শ্রীমূর্ত্তির শ্রীমুখ-করচরণাদি গ্রহণ করিতে অসমর্থ; কাজেই তিনি শ্রীমূর্ত্তির করচরণাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেবল জ্যোতির্ধর্ম্মকেই গ্রহণ করিলেন। আবার যুবক-পুত্রটি নবীন চক্ষুর সামর্থ্যে জ্যোতির অভ্যন্তরস্থ দ্বিভুজ শ্রীশ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন এবং প্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দ-অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কারণ তাহার চক্ষুর জ্যোতির্ম্মণ্ডল ভেদ করিয়া শ্রীমূর্ত্তির করচরণাদি গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আছে, তাই তিনি শ্রীমূর্ত্তির বৈশিষ্ট্যগ্রহণে সমর্থ। এই প্রকার জ্ঞানসাধকের শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও তাহার বৈচিত্র্য গ্রহণে সামর্থ্য নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র সত্তাই উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—"জ্ঞানমার্গে লইতে পারে কৃষ্ণের বিশেষ।" "জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥" "উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। অতএব সূর্য্য তার দেইত উপমা।" ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনপ্রকার আবির্ভাবের এবং ঐ তিনের সাম্মুখ্যরূপ জ্ঞান ভক্তিবিশেষ ও পূর্ণা ভক্তিরূপ উপাসনাত্রয়ের বিচার ভগবৎ ও পরমাত্মসন্দর্ভে বিশেষ বিস্তারভাবে করা আছেন বলিয়া—এস্থানে আর বিশেষ বিচার করা হইল না। ৩।৩২।৩৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব নিজ জননীকে বলিয়াছেন—

"যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একোনানেয়তে তদ্বৎ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥

হে মাতঃ। যেমন একই দুগ্ধাদি পদার্থ পৃথক্ দ্বার ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা পৃথকধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা যখন দুগ্ধকে দর্শন করা যায়, তখন দেখা যায়—দুগ্ধ শ্বেতবর্ণ; আবার যখন হস্তদ্বারা স্পর্শ করা যায়—তখন তাহার শৈত্য অনুভূত হয়; এবং জিহ্বা দ্বারা তাহার মধুরতা প্রকাশ পায়। তেমনি একই শ্রীভগবান্ জ্ঞান-সাধনে জ্ঞানীর নিকটে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, ভক্তিবিশেষে যোগীর নিকটে পরমাত্মরূপে, পূর্ণভক্তিতে